REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৲০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

—:o:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী

১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৬শে পৌষ বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 11th January 1928. | ৩১শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩৪ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন শীত ও বসন্ত আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু,ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

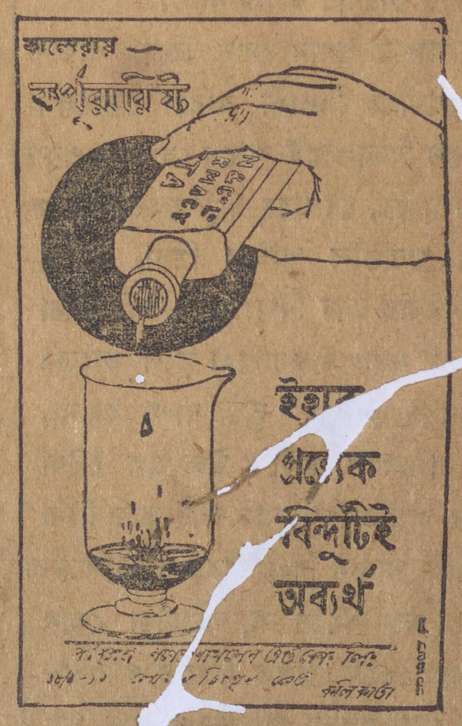

ক[illegible]রিষ্ট [illegible] করিয়া [illegible] উচিত।

মূল্য আট আ[illegible] মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৬শে পৌষ বুধবার ১৩৩৪ সাল।

বর্ত্তমান শিক্ষা।

ব্রহ্মচর্য্যই সকল শিক্ষার মূল—বিদ্যার্জ্জনের ভিত্তি। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন না হইলে ব্রহ্মচর্য্য বতিরেকে প্রকৃত বিদ্যা আয়ত্ত করা খুবই কঠিন; যদিও বা মেধার সাহায্যে বিদ্যা লাভ করা যায়, কিন্তু তাহা কখনও কার্য্যকরী হয় না—অর্জ্জিত বিদ্যা নিস্ফলা হয়। বিদ্বান্ যদি দেশের ও দশের মঙ্গলসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে কেবল ধীসম্পন্ন হইলেই চলিবে না, সংযমী ও চরিত্রবান হইতে হইবে। অসংযমী-ইন্দ্রিয়পরবশ বিদ্বান্ ব্যক্তির অপেক্ষা সংযমী সচ্চরিত্র অজ্ঞকেই লোকে অধিক শ্রদ্ধা করে, তাঁহার কথায় অধিক বিশ্বাস করে, এবং তাঁহাকেই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। কেবল সমাজের মঙ্গলসাধনের জন্যই যে মানুষের সংযমী হওয়া দরকার, তাহা নয়, আত্মসংযম ছাড়া আত্মোন্নতিও অসম্ভব। আত্মসংযমী না হইলে কঠোর জীবন সংগ্রামে মানুষ ক্ষণকালও আত্মরক্ষা করিতে পারে না, তাঁহার অপেক্ষা চরিত্রবল সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা পদে পদে পরাজিত হইবেই হইবে। শিক্ষার্থীকে জীবন সংগ্রামে আত্মরক্ষাপটু করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এখন যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে যে ঐ উদ্দেশ্য সফল হয়, একথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না। সুতরাং প্রচলিত শিক্ষায় যে অনেক দোষ আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এখন শিক্ষার প্রধান দোষ কি? প্রধান দোষ—শিক্ষার্থীকে বিলাসী করিয়া তোলে। এমন খুব কম বিদ্যালয়েই আছে যেখানে প্রকৃত শিক্ষাদান করা হয়, যেখানে কর্ত্তৃপক্ষেরা বাণিজ্য[illegible] মূল সূত্রগুলি ভুলিয়া গিয়া, কেবল [illegible]ন করিবার জন্য বিদ্যালয়ের পরিচালনা করেন। [illegible]ই সকল ব্যবসাদারী স্কুলে ছাত্রের চরিত্রগঠনের দিকে [illegible]ই দৃষ্টি রাখা হয় না, ফলে ছাত্র বাল্যকাল হইতে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। ছাত্র প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতেছে কিনা সে বিষয়ে মাথা ঘামান বিদ্যালয়ের পরিচালকেরা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না, তাঁহারা কোন রকমে মাসিক বেতন হস্তগত করিতে ও বিদ্যালয়ের লাভ লোকসানের খতিয়ান করিতে যত ব্যস্ত শিক্ষার জন্য তত নয়। যাহাতে বালক নিয়মিতরূপে বেতন দেয়, যাহাতে সে কর্ত্তৃপক্ষের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া স্কুল পরিত্যাগ না করে সেইজন্য কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রের মনতুষ্টি করিতেই ব্যস্ত, এবং নিয়মিতরূপে দক্ষিণা পাইলেই আর কোনরূপেই ছাত্রকে ত্যক্ত করিতে রাজি নন। ফলে ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহারা আর বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্ত্তন করিতে চায় না, শিক্ষকের উপর তাহাদের ভক্তি নাই, শ্রদ্ধা নাই—তাঁহার শাসন মানে না। শিক্ষকও কর্ত্তৃপক্ষের অসন্তুষ্টির ভয়ে ছাত্রকে শাসন করিতে সাহস করেন না।

এদিকে বালকের প্রবল উচ্ছৃঙ্খলতা বাধা না পাইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গৃহেও মাতাপিতা তাঁহাদের "আলালের দুলালকে" শাসন করিতে প্রস্তুত নন, কোনও কঠোর নিয়মে বাল্যকাল হইতে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় ইহাও তাঁহাদের ইচ্ছা নয়। "আহা, আমার অমুক বড়ই দুর্ব্বল সে কেমন করিয়া কঠোর নিয়ম পালন করিবে, তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে, হয়'ত কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া যাইবে" বাঙ্গালী অভিভাবকেরা প্রায়ই এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন অভিভাবক খুব অল্পই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, যিনি বালকের ব্রহ্মচর্য্য পালনের কথা শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া না উঠেন। স্নেহময় পিতা হইয়া কিরূপে তিনি কোমলপ্রাণ দুর্ব্বল শিশুকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আচরণ করিতে বলিবেন। অসূর্য্যম্পশ্যা কোমলাঙ্গিনীদের মত অন্তঃপুরে কুসুমপেলব মাতৃক্রোড়ে বাঙ্গালী শিক্ষার্থী লালিতপালিত হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উচ্চ আদর্শ আর আমাদের বেতনভোগী শিক্ষকদের ও উন্মার্গগামী বিলাসিতাপরায়ণ শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করে না। যতদিন না শিক্ষার আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইবে, যতদিন জাতীয় ধারার সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন শিক্ষা দেশে প্রবর্ত্তিত থাকিবে, ততদিন জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত।

রক্তাশী মুসলমান ফকির।

সহযোগী "হিতবাদী"তে প্রকাশ—ঝালোয়ার রাজ্যের শ্রীছত্রপুর এবং ভবানীমণ্ড ষ্টেশনের আশেপাশে কোটা গোয়ালিয়র এবং ইন্দোর রাজ্যের সীমানা। প্রকাশ যে, এই অঞ্চলে এক নররক্তাশী মুসলমান ফকিরের আবির্ভাব হইয়াছে। যে স্ত্রী, পুরুষ বা বালক এই ফকিরের কবলে পড়ে, ফকির তাহাকে হত্যা করে এবং তাহার রক্ত পান করিয়া চলিয়া যায়। শুনা যায় এইভাবে এই ফকির কতকগুলি লোককে হত্যা করিয়াছে। এই ফকিরের আক্রমণে আহত হইয়া কয়েকজন লোক ঝালোয়ার রাজ্যের পঞ্চপাহাড় তহশীলের হাসপাতালে অবস্থান করিতেছে। এই নরপিশাচের নাম নাকি গোস মহম্মদ এবং সে নাকি পূর্ব্বে ইন্দোর রাজ্যের ভানপুরা কাছারীর পুলিশের জমাদার ছিল। ভবানীমণ্ডের নিকট একটী স্ত্রীলোক এই নরপিশাচের কবলে পতিত হইয়াছিল। কয়েকজন রেল রাস্তার মজুর তাহাকে রক্ষা করে। স্ত্রীলোকটী একজন কৃষকের স্ত্রী, তাহার স্বামী মাঠে কাজে গিয়াছিল, সে তাহাকে দিবার জন্য খাদ্যদ্রব্য লইয়া মাঠে যাইতেছিল। পথে এই ফকিরের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। ফকির বিশেষ কাকুতি মিনতি করিয়া তাহার নিকট কয়েকখানা রুটি এবং জল চাহে। সে রুটি এবং জল দেয়। ইহার পর উক্ত কৃষকের স্ত্রী মাঠের দিকে চলিতে থাকে, নরখাদক দুষ্ট ঐ সময় পিছন হইতে তাহাকে আক্রমণ করে। স্ত্রীলোকটী তখন সাহায্য প্রার্থনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। রেলের কয়েকজন শ্রমিক নিকটেই রাস্তার উপর কাজ করিতেছিল, স্ত্রীলোকেটীর চীৎকার শুনিয়া তাহারা ছুটিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়; তখন দুষ্ট পলায়ন করে। কয়েক দিন পরে এই শ্রমিকেরা ঐ দুর্ব্বৃত্তকে ধরিয়া অত্যন্ত প্রহার করে এবং তাহাকে পুলিশের হাতে দিবার জন্য লইয়া যাইতে থাকে; ঐ সময় সে তাহাদের হাত হইতে পলাইয়া যায়। কোটা, ইন্দোর, গোয়ালিয়র এবং ঝালোয়ারের পুলিশ এই নরখাদককে ধরিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। সে বরাবর অপরাধ করিয়া আত্মগোপন করিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের নিকটবর্ত্তী লোকদের মনে অত্যন্ত আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। ইহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ হইতে পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

হোলকারের কীর্ত্তি কাহিনী।

ইন্দোরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ হোলকার সার তুকাজী রাও দুই পত্নী বর্ত্তমান থাকা সত্বেও শ্রীমতী মমতাজে, ইন্দোরের ঐশ্বর্য্য প্রজার কষ্টার্জ্জিত অর্থ—আপনার ধন জন যৌবন সব ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এত করিয়াও তিনি মমতাজের মন পাইলেন না; মমতাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বোম্বাইয়ের বণিক বাওলাকে কৃতার্থ করিতে গেল। ফলে, বাওলা নিহত হইল, মহারাজের অনেক কর্ম্মচারী ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিল এবং স্বয়ং মহারাজ গদীচ্যুত হইয়া আমেরিকায় গমন করিলেন। সেখানকার সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে তিনি উদ্ভাসিত হইয়া সাহেব সাজিলেন, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তাঁহার প্রেমের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের মধ্যেই সংগুপ্ত থাকিবে ইহা আশ্চর্য্য নয়। নূতন সভ্যতা গ্রহণের সঙ্গে প্রেমের নূতন মানসী মূর্ত্তি গড়িয়া লওয়াও স্বাভাবিক। তাই, তিনি এবার আমেরিকার কুমারী ন্যানসী মিলারকে তাঁর প্রেমরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজা করিতে প্রয়াস পাইলেন। দেবীও তাঁহার ঐ ধনৈশ্বর্য্যে কিম্বা প্রেমৈশ্বর্য্যে তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে সুদূর ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু, বাদ সাধিলেন বড়লাট, মহারাজের ছোট রাণী আর বোম্বাইয়ের হিন্দু মিশন ও আমেরিকান কনসাল।

বড়লাট এ বিবাহে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, ছোট রাণী অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, হিন্দু মিশন মিস মিলারকে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে রাজী হন নাই। হতভাগ্য মহারাজ তাই শ্রীমতীকে লইয়া নানাস্থানে ঘূর্ণায়মান হইতেছেন। বলা যায় না, তাঁহার রাজ্য, তাঁহার ধর্ম্ম ও তাঁহার প্রেয়সী—এ তিনের কোনটী তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে। বাওলা হত্যার পুনরভিনয় হইবে কিনা তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না।

ডাক্তারের কীর্ত্তি।

মুর্শিদাবাদ হিতৈষীতে প্রকাশ, আজিমগঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবুর রোগীর প্রতি অসদ্ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। শোনা গেল কয়েকদিন পূর্ব্বে একদিন রাত্রে একটী কঠিন রোগী হাসপাতালে উপস্থিত হয়। কম্পাউণ্ডার বাবু রোগীর অবস্থা খারাপ দেখিয়া ডাক্তার বাবুকে আসার জন্য সংবাদ দেন কিন্তু ডাক্তার বাবু সময় মত আসিয়া রোগীকে না দেখার ফলে রোগিটী মারা যায়। সময় মত দেখিলে হয়ত সে বাঁচিতেও পারিত। রাত্রে রোগী দেখার নিয়ম কানুন হাসপাতালে আছে কিনা জানিনা। নিয়ম কানুন না থাকিলেও আমাদের মনে হয় কঠিন রোগী হইলে তাঁর দেখাই উচিত। কর্ত্তৃপক্ষদের অনুরোধ করি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিয়া সাধারণের উপকার করুন।

অনাহারে ৪০ বৎসর।

সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে পুরুলিয়ার উকিল বাবু লম্বোদরদের বিধবা ভগিনী গিরিবালা দাসী গত ৪০ বৎসর ধরিয়া অনাহারে আছেন। তিনি এই সময়ের মধ্যে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই অথচ দশজনের মতই চলা ফিরা ও কাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন।

জঙ্গিপুর সংবাদের

ক্রোড় পত্র।

২৬শে পৌষ বুধবার ১৩৩৪, ইংরাজী ১১ই জানুয়ারী ১৯২৮।

কাশীধামে বীভৎস কাণ্ড।

—০—

গত ৯ই জানুয়ারী শুক্রবারে সন্ধ্যা ৭টার সময় গোধুলিয়ার মাড়োয়ারি হাসপাতালের নিকট গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জিকে কে বা কাহারা গুলি করিয়াছে। গুলিটী কটিদেশের নিম্নে লাগিয়াছে। একজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহার নিকট কোনও আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায় নাই।

প্রকাশ, আততায়ী যে তিনবার গুলি ছুড়িয়াছিল তাহার একটী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। গত ১৪ই তারিখে পুলিশ আরও একজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আহত যতীন্দ্র বাবুকে তখনই প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ হাসপাতালে লইয়া আসা হয়। সেখানে সিভিল সার্জ্জন তাঁহার শরীর হইতে গুলি বাহির করেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার এজাহার লিখিয়া লয়েন। যতীন্দ্র বাবু এখন কিং এডওয়ার্ড হাসপাতালে শয্যাশায়ী। আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই।

গুলি করিবার কারণ।

শুনা যাইতেছে যে যতীন্দ্রবাবু কাকোরী ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমার তদন্ত করেন এবং তিনিই আগাগোড়া মোকদ্দমা পরিচালনার সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাই উক্ত ষড়যন্ত্রকারীদিগের দলভুক্ত ব্যক্তিগণের তাঁহার উপর ক্রোধের কারণ। প্রকাশ, যে, যে দুইজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহার একজনের নাম মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতার বহুদর্শী ডাক্তার ও কবিরাজগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

নূতন জ্বর চব্বিশ ঘণ্টায় আরোগ্য।

চাঁদ মার্কা পাচন

পুরাতন জ্বর তিনদিনে আরোগ্য।

দেশী গাছগাছড়া ও ধাতুঘটিত উপকরণে প্রস্তুত বলিয়াই এদেশীয় রোগীর পক্ষে এত ফলদায়ক।

যথার্থই পাঁচন—জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র আবার সালসার কাজ করে।

জ্বর বন্ধের পরও কয়েক দিন সেবন করিলে জ্বরের কীটাণুগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং শরীর সুস্থ ও সবল করে।

প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।] [প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া, কুইনাইন আটকান, প্লীহা ও লিভারঘটিত, পালা, কম্প প্রভৃতি যে কোন প্রকারের জ্বর হউক না কেন, নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয়। উপকার দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

চিঠি লিখিবার ঠিকানা—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিপুল আয়োজন ! শীতবস্ত্র খরিদের অভাবনীয় সুযোগ।

মোকামের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া এ বৎসরের দর আশাতীত সুলভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অন্য স্থানে খরিদ করিবার পূর্ব্বে আমাদের নিকট দর যাচাই করিয়া দেখুন দর কত সস্তা।

কৃষ্ণলাল মণিলাল এণ্ড কোং

২০৭-৩ হ্যারিসন রোড (বড়বাজার) কলিকাতা।

শাল, আলোয়ান, ধোসা, মলিদা, র‍্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, ফ্লানেল, সার্জ্জ, বনাত প্রভৃতি সকল রকম গরম কাপড়। বিবাহের উপযোগী সকল রকম কাপড় জামা, বেনারসী পার্শী বোম্বাই সাড়ী, তসর, গরদ, চেলী, সার্ট, কোট, সেমিজ, সায়া, জ্যাকেট, ব্লাউজ ইত্যাদি তৈয়ারী পোষাকের বিপুল আয়োজন। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরত। মফস্বলের অর্ডার অতি যত্নের সহিত দেখিয়া ভিঃ পিতে সরবরাহ করিয়া থাকি।

গর্ভনিবারণ চুর্ণ।

—•—

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চির দিনের মত নষ্ট করে না। ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা থাকে। টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। দারিদ্র দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপাততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১।০ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা—

মেসার্স বি, দে, এণ্ড সন্স।

পোঃ বারদী, জিলা ঢাকা।

—

মাভৈঃ ! মাভৈঃ !!

কলেরা বিজয়।

ভীষণ কলেরার জন্য ভীত হইবেন না। নিম্ন ঠিকানা হইতে কলেরা বিজয় নামক ঔষধটী সংগ্রহ করিয়া রাখুন। নিকটে কলেরা দেখা দিলে বা পাতলা দাস্ত হইলে ব্যবস্থামত ব্যবহার করাইয়া সকলকে উক্ত ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি প্রদান করুন। প্রারম্ভে সেবনে রোগ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। শিশু ও গর্ভিণী নির্ভয়ে সেবন করিতে পারে। বহু পরীক্ষিত বলিয়া প্রতি গৃহে রাখিতে এবং সময়ে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। অনুরোধ রক্ষা করিলে অর্থ নষ্ট ও শারীরিক কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবেন। অলমতি বিস্তরেন। মূল্য মাত্র ৷০ আট আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডাঃ শ্রীসীতানাথ দাস,

ই, এচ, পি, এণ্ড এচ, পি, পি।

সর্ব্বমঙ্গলা ঔষধালয়।

হামরুল, রাজগাঁ, বীরভূম।

ব্রাঞ্চ :—রাজগাঁ, বীরভূম

প্রহেলিকা।

—:০:—

শ্রীসরোজিনী দেবী।

মানব জীবন একি প্রহেলিকা হায়
নিশার স্বপন যেন নিমেষে মিলায় ?
এত যে বিভব জ্ঞান এত যশঃমান
কালের কবলে কোথা হয় অবসান !
কোথা হ'তে আসে সবে কোথা ভেসে যায়
যবনিকা অন্তরালে কোথায় লুকায় !
ক্ষণিক জীবন যদি কেন দয়াময়
সুন্দর সৃজিলে ধরা শোভার নিলয় !
কেন পূর্ণিমার শশী গগনে উদিয়া
ভাসায় ধরার বুক জোছনা ঢালিয়া ?
কেন তবে কুমুদিনী আকুল পরাণে
অনিমেষ চেয়ে থাকে সুধাকর পানে ?
কানন উজলি হাসি কেন ফোটে ফুল,
গুঞ্জরে মধুর অলি হরষে আকুল ?
পূরব গগনে কেন আঁধার নাশিয়া
সোনার বরণী ঊষা আসেগো হাসিয়া ?
কেন আঁখি মেলি পাখী সুললিত তানে
প্রভাতে জাগায় সবে ? ফোটে আশা প্রাণে ?
কেন নাথ জাগে হৃদে নিতি নব আশা,
কেন দিলে এত স্নেহ প্রেম ভালবাসা ?
মিছে এ জগত যদি মরীচিকা সম
কেন তাহে কর লুব্ধ ওহে প্রিয়তম ?

'হিন্দু'

স্পর্দ্ধা না ধৃষ্টতা ?

—:০:—

আজকাল পেটেন্ট ঔষধের নাম শুন্‌লেই লোকে নাক সিট্‌কিয়ে থাকেন। পেটেন্ট ঔষধ আবিষ্কারক ও বিক্রেতা-গণ নিজের ঢাক নিজে বাজাতে কসুর করেন না। বহুদিন ধ'রে ম্যালেরিয়ার কেন্দ্রস্থলে ম্যালেরিয়ার কারণ নির্দ্ধারণ ও চিকিৎসার জন্য বাস ক'রে ডাঃ আর, ব্যানার্জ্জি "জ্বরাঙ্কুশ" নাম দিয়ে ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবিষ্কার ক'রেছেন। দাম মাত্র ॥৵০ আনা। সব ঔষধের চেয়ে এই ঔষধ ভাল এ স্পর্দ্ধা আমরা করি না। তবে বুক ঠুকে বড় গলায় ব'লতে পারি এত সুলভে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা যকৃত সংযুক্ত জ্বর, রক্তাল্পতা, কামলা প্রভৃতির উপকার হয় এমন ঔষধ বাজারে বিরল। এক শিশি ব্যবহার ক'রে এই ঔষধের উপকারিতাসহ আমাদের কথার সত্যতা পরীক্ষা করুন ইহাই প্রার্থনা। ডজন ৬৲ ছয় টাকা।

সোল এজেন্ট :—ব্যানার্জ্জি কোং।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ।

হাঁপ, যক্ষা, কাশি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার, অর্শ, মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, একশিরা, মূর্চ্ছা, বাধক, সুতিকা, নাসা, কুষ্ঠ ইত্যাদি যাবতীয় রোগ এক সপ্তাহে আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের অসুখ হইলে ২ সপ্তাহ কাল ঔষধ সেবন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার মাদুলীও পাওয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—
কবিরাজ শ্রীশ্রীদামচন্দ্র কর্ম্মকার।
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)।

—সুরবল্লী কষায়—

—সুস্বাদু, খেতেও কোন হাঙ্গামা নাই—

দৌর্ব্বল্য

রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জন্য সুরবল্লী কষায় বিশেষ উপযোগী কারণ এই সালসায় এমন সব উপাদান আছে যা'তে স্নায়ু ও মাংস-পেশী বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয়। প্রত্যেক শিশির সঙ্গে মাত্রা ও পথ্যা-পথ্যের ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

চর্ম্মরোগ

খোস পাঁচড়া চুলকানি ইত্যাদি রোগে দূষিত রক্ত পরিষ্কারের জন্য সালসা ব্যবস্থা হ'লে সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করবেন। এই সালসা সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে প্রত্যেক দিন আমাদের ঔষধালয়ে প্রস্তুত হয়।

সুরবল্লী কষায়
সব ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
এক শিশি ১৷৷০ টাকা
তিন শিশি ৩৵০ আনা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯, কলুটোলা,
কলিকাতা।

সু-সংবাদ ! সু-সংবাদ ! সু-সংবাদ

আর ভাবিতেছেন কেন ?

ঘরে বসিয়া কলিকাতার দরে মাল।

অর্থ উপার্জ্জনের চমৎকার উপায় ...মান্য পুঁজিতে লাভবা... হইবার অদ্বিতীয় পন্থা,

সখ ...িটাইবার উপযুক্ত সময়।

মোটর কার, মোটর বাস, ...টর লরি।

ফোর্ড, চেভরলেট এবং ...জ ব্রাদার্সের

যে কোন প্রকারের গাড়ী, নগদ বা ...রে যেমন ইচ্ছা পাইতে পারিবেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অদ্যই পত্র লিখুন বা স্বয়ং দেখা করুন।

মুখার্জ্জী ব্রাদার্স, মোটরকার এজেন্টস্,
খাগড়া, (মুর্শিদাবাদ।)

দুঃখময় জীবন হয় কেন ?

পূর্ব্বে জানিতে পারিলে কাহাকেও দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। শরীর অসুস্থ হইবার অগ্রে যদি স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিয়মগুলি জানিয়া রাখা যায়, তবে কাহাকেও দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। শরীরের প্রধান শক্তি শুক্র, উহার অপব্যবহার না করিলে শরীরও অসুস্থ হয় না, জীবনে দুঃখও পাইতে হয় না। শুক্র সতেজ থাকিলে কাজ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা জন্মে, কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকিলে জীবনে কাহারও কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। জীবনে অশান্তি আনয়ন করিতে যদি ইচ্ছা না থাকে তবে "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা" সেবন করুন। ইহা ব্যবহারে স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, শুক্রক্ষয়জনিত মাথাধরা, মাথাঘোরা, অকালিক ক্ষয়, শুক্রতারল্য, প্রস্রাব সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া নিবারণ হয়। এই বটিকা স্ত্রীলোকের যাবতীয় ব্যাধিও উপশম করিয়া থাকে। সেবনকালে বাঁধিবাঁধি কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিম্নঠিকানায়ও এই:ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আন।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য.

অপেরীণ।

ডাক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে।
প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকবে নাকো আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে একটী টাকা মাশুল আট আনা,
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)।
ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে,
ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুধা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ৷৵০ দশ আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵০ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা [illegible]ড়িৎ। [illegible]ব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ [illegible] দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যু[illegible]িক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। [illegible]যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যু[illegible] শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ [illegible] দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমে[illegible]কার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব [illegible] ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগ[illegible] বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্ব[illegible] শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অ[illegible]মান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠব[illegible], অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্র[illegible] প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রী[illegible]দিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বে[illegible]-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি [illegible]তির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎস[illegible] যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে [illegible]হারা নিশ্চয় সু[illegible] প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷০ দেড় টাকা।

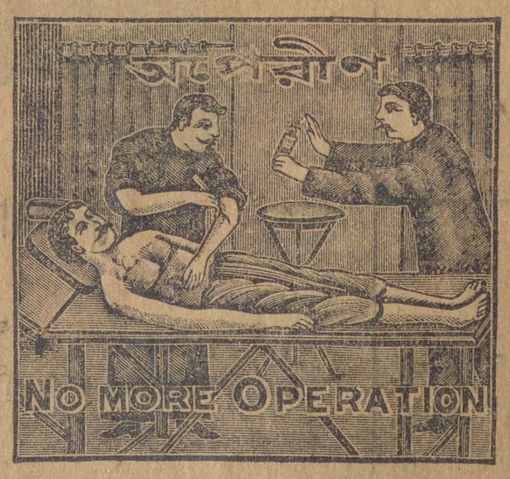

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

[illegible]নাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত